ব্যবসায় উদ্যোগ সৃষ্টিতে আত্মকর্মসংস্থানের ভূমিকা নিরূপণ

ক. ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা

উত্তরঃ ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণাঃ একটি ব্যবসায় স্থাপনের ধারনা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে ব্যবসায়টি স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনাই ব্যবসায় উদ্যোগ।

বিশদভাবে বলতে গেলে, ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বুঝায়, লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া ও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা।

উদাহরণসরূপ বলা যায়- বিদেশ ফিরত জনাব সিয়াম ইসলাম চাকরির জন্য এদিক সেদিক ঘুরছিলেন। তিনি প্রায়ই মহাসড়ক সংলগ্ন বাজারে যাতায়াত করতেন। একদিন তিনি উপলব্ধি করলেন বাজারটি মহাসড়ক সংলগ্ন হওয়ায় এখানে প্রায়ই যানবাহনগুলো ছোটখাটো মেরামতের জন্য যাত্রা বিরতি করেন।

জনাব সিয়াম মেরামতের চাহিদা অনুধাবন করে নিজে জমানো অর্থ এবং কিছু অর্থ ধার করে মূলধন গঠন করে এবং একটি ওয়ার্কশপ স্থাপন করেন এবং যানবাহন মেরামতের দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এই বিষয় প্রশিক্ষণ নেন।

প্রথমদিকে তার তেমন আয় হয়নি কিন্তু কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষ সেবা ও সততার জন্য তার ব্যবসার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনাব সিয়াম ইসলাম তার ইচ্ছা পূরনের জন্য ঝুঁকি নিয়েছেন এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে পরিশ্রম করেছেন তার এই কর্ম প্রচেষ্টাই তার ব্যবসায় উদ্যোগ।

খ. ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা;

উত্তরঃ ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্যঃ ব্যবসায় উদ্যোগের ধারনা বিশ্লেষণ করলে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় নিচে তা দেওয়া হলো-

১) ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যবসায় উদ্যোগ মালিকের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন।

২) নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা। ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়ন হয় তেমনি মূলধনও গঠন হয়।

৩) সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। ব্যবসায় উদ্যোগ দেশের আয় বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে পারে।

All Result BD

৪) মুনাফার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ করা। উদ্যোক্তাদের সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা।

গ. উদাহরণসহ আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা;

উত্তরঃ আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা: নিজস্ব বা ঋনকৃত স্বল্প সম্পদ ও মূলধন , নিজস্ব চিন্তাধারা, বুদ্ধি, মেধা শ্রম ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত ঝুঁকি গ্রহণ করে নিজ বা আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহন করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে মজুরি বা চাকরির বিকল্প পেশার অন্যতম উপাদান।

উদাহরণসরূপ বলা যায়- কবির ডিগ্রি পাশ করে চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়েনিজ গ্রামে স্থানীয় যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে মৎস্যচাষ ও হাঁসমুরগি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। তারপর নিজের জমানো টাকা এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋন নিয়ে বড় আকারের মৎস্য ও হাঁসমুরগির খামার গড়ে তুলেন।

এবং গ্রামের কয়েকজন বেকার যুবকেরও তিনি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। এইযে কবির নিজের দক্ষতা ও গুণাবলি দ্বারা নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করেচেন এটাই আত্মকর্মসংস্থান।

ঘ. আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগের মধ্যে সম্পর্ক

উত্তরঃ আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান-

নিজস্ব অথবা ঋন করা স্বল্প সম্পদ , নিজস্ব চিন্তা, মেধা, বুদ্ধিমত্তা, ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়।

আর ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বুঝায় লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া। আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগ উভয় ক্ষেত্রেই ঝুঁকি বিদ্যমান যা উভয়ের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক প্রকাশ করে।

ঙ. ব্যবসায় উদ্যোগের কার্যাবলী

উত্তরঃ ব্যবসায় উদ্যোগের কার্যাবলি: ব্যবসায় উদ্যোগের ধারনাগুলো বিশ্লেষণ করলে যে সকল কার্যাবলিগুলো লক্ষ্য করা যায় নিচে তা দেওয়া হলো-

১) এটি ব্যবসায় স্থাপনের কর্ম উদ্যোগ। ব্যবসায় স্থাপন সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড সফলভাবে পরিচালনা করতে ব্যবসায় উদ্যোগ সহায়তা করে।

২) ঝুঁকি আছে জেনেও লাভের আশায় ব্যবসায় পরিচালনা। ব্যবসায় উদ্যোগ সঠিকভাবে ঝুঁকি পরিমাপ করতে এবং এবং পরিমিত ঝুঁকি নিতে সহায়তা করে।

৩) ব্যবসায় উদ্যোগের ফলাফল হলো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এর মানে হলো ব্যবসায় উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা কোনো চিন্তা ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়তা করে।

৪) ব্যবসায় উদ্যোগের অন্য একটি ফলাফল হলো একটি পণ্য বা সেবা।

৫) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালনা করা।

৬) ব্যবসায় উদ্যোগ মালিকের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন।

৭) ব্যবসায় উদ্যোগ দেশের আয় বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে পারে।

৮) ব্যবসায় উদ্যোগ উদ্যোক্তাদের সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহন করতে অনুপ্রাণিত করে।

All Result BD